

ভরৈবী মহাবদিয়া

অ থকে বসির্গ পর্য়ন্ত ষোলটি বর্গ ক তন্ত্রের ভাষায়. ভরৈব বলা হয়।
একইভাবে ক থকে ক্ষ পর্য়ন্ত বর্গ ক ধ্বনি অথবা ভরৈবী বলা হয়।
আবার মুণ্ডমালা তন্ত্র বলছে দেবী দশভুজার দুর্গা যখন মহিষাসুরকে বধ করছিলেন তার
আগে এই ভরৈবী মদরি পান করে খড়্গ দিয়ে মহিষের হৃদয় বদির্গ করছিলেন।
ভরৈবীর গলায়. য-নর করোটরি মালা রয়েছে সেটি ৫০ টির কপাল দিয়ে তৈরি এই ৫০
টি কপালে ৫০টি আলাদা আলাদা দ্বিযশক্তি লুকিয়ে আছে। এগুলি বর্গ সমূহ।

দশ মহাবদিয়া তন্ত্রে মহাশক্তিালী মহামায়া বশিষে ১০ টি রূপ..... কালী, তারা,
ষাডশী, ভুবনেশ্বরী, ভরৈবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী এবং কমলা।
সতী এই দশটি রূপে শবিকে দশ দিক থেকে ঘিরে ধরে। তখন শবিরে একদম সামনেই যাই
মহাবদিয়া রূপে সতী প্রকট হয়. তিনিই ভরৈবী।

মহাদেবে দেখেনে মহাসলিল থেকে উঠে এসেছে পদ্ম। সেই পদ্মে অধিষ্ঠান করছে
সহস্র অগ্নিনির্ভরে মত ঘোর রক্তবর্ণা এক দেবী মূর্তি। দেবীর গলায়. নর
করোটরি মালা (নর কঙ্কালরে মালা)
তার রক্তপঙ্কিলেরে তিনিটি চোখ, চারটি হাত। ডান দিকের দুটি হাতে যথাক্রমে বড.
মুদ্রা এবং জপ মালা বাঁদিকের দুটিতে অভয়. মুদ্রা এবং পুস্তক।
দেবীর পরিধানের রক্ত বস্ত্র। মাথায়. জটাজুট রুদ্রাক্ষ মালা ও চন্দ্রকলা শোভা
পায়।

স্তনযুগল রক্তলিপ্ত এবং মুখে মৃদু হাসি
এই হলো মোটামুটি ভরৈবীর বর্ণনা।
ভরৈবী সম্পর্কে আরও তথ্য আসবো তার আগে বলি..... ভরৈবী তন্ত্র অনুসারে
ভরৈবীর ভরৈব হলেন 'বটুক'। এই বটুক ভরৈব শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
ভরৈবীর হাতে যে পুস্তকটি থাকে সেটি আসলে ব্রহ্মবদিয়া। এই কারণে ভরৈবীর
সাধনায়. সাধক উত্তীর্ণ হতে পারলে সমগ্র বশির্গ ব্রহ্মান্ডের বদিয়া সাধক ধারণ
করতে সক্ষম হয়।

আগম শাস্ত্র বলছে ভরৈবী বদিয়া থেকে সমগ্র ভুবন প্রকাশিত হয়. আবার তার
মধ্যই লনি হয়।

অ থকে বসির্গ পর্য়ন্ত ষোলটি বর্গ ক তন্ত্রের ভাষায়. ভরৈব বলা হয়।
একইভাবে ক থকে ক্ষ পর্য়ন্ত বর্গ ক ধ্বনি অথবা ভরৈবী বলা হয়।

আবার মুণ্ডমালা তন্ত্র বলছে দেবী দশভুজার দুর্গা যখন মহিষাসুরকে বধ করছিলেন
তার আগে এই ভরৈবী মদরি পান করে খড়্গ দিয়ে মহিষের হৃদয় বদির্গ করছিলেন।
ভরৈবীর গলায়. য-নর করোটরি মালা রয়েছে সেটি ৫০ টির কপাল দিয়ে তৈরি এই
৫০ টি কপালে ৫০টি আলাদা আলাদা দ্বিযশক্তি লুকিয়ে আছে। এগুলি বর্গ সমূহ।
ভরৈবী কাল রাত্রিতে আবর্ভূত হন। এনার তিনিটি ঋক, সাম এবং যজু বদেরে স্বরূপ।
এই মহাবদিয়া ভরৈবী সমগ্র ব্রহ্মবদিয়া ধারণ করে বসে আছেন। এবং ইনি রিজোগুণ
প্রধান।

তন্ত্র শাস্ত্রে ১৩ রকম ভরৈবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

এরা হলেন.....১. কটালশে ভরৈবী

২. ভয়নাশী ভরৈবী

৩. কামশ্বেবী ভরৈবী

৪. ষটকুটা ভরৈবী

৫. রুদ্র ভরৈবী

৬. ত্রপুঁরাবালা ভরৈবী

৭. অন্নপূর্ণা ভরৈবী

৮. সদ্ধিকা ভরৈবী

৯. ত্রপুঁরা ভরৈবী

১০. সম্পদ প্রদায়িনী ভরৈবী

১১. চৈতন্য ভরৈবী

১২. নতিয়া ভরৈবী

১৩. ভুবনশ্বেবী ভরৈবী

এই প্রত্যেকে ভরৈবীর আলাদা আলাদা ধ্যান মন্ত্র রয়েছে এবং পূজা পদ্ধতিতে ও কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ভরৈবী বামাচার এবং দক্ষিণি আচার এই দুইয়ই পূজিত।

তবে তন্ত্রেরে অন্যান্য স্থরেরে সাধকদেরে তুলনায়, বীরাচারী এবং কটোলাচারীদেরে ভরৈবী তন্ত্রে নযিবে বেশি নাড়াচাড়া।

ভরৈবী তন্ত্রেরে মধ্যই উল্লেখিত আছে তন্ত্রেরে সব নগ্নিট, এবং অতি গুহ্য তন্ত্রাচার।

পঞ্চমুন্ডি সাধনা থেকে শুরু করে তন্ত্রেরে অতিনিগ্নিট, এবং গুহ্যতিনি গুহ্য সাধনা রহস্য চক্র, লতা চক্র, ভরৈবীচক্র, মহাচক্র, যোনী চক্র ইত্যাদি অতিনিগ্নিপ্ত সাধনা ক্রিয়া-কলাপ ভরৈবী তন্ত্রেরে উপর করা হয়।

এবং বীরাচার, কটোলাচারেরে বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ ভরৈবী তন্ত্রেরে উপর করা হয়।

যমেন সতী হীন শবি শব ঠকি তমেনি ভরৈবী (সাধিকা/শক্তি) হীন ভরৈব (সাধক) শব। তাই সাধনপথে ভরৈবী হলেন সাধকেরে মহাশক্তি।

সঠিক ক্রিয়াকর্ম এবং সাধনার পর, এই সাধিকা যদি সিদ্ধি লাভ করেনে এবং তারাপীঠ মহাশ্মশানে হোম কুন্ডেরে পাশে লাল শাড়ি পরহিতি হয়ে ভরৈবী যজ্ঞেরে মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করতেনে পারেনে তাহলে তিনি তার ইষ্টকর্মেরে এবং ভাগ্যেরে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতেনে সক্ষম হন।

সাধকেরে সাধন ক্ষেত্রে ভরৈবী অর্থে একজন সৎ উচ্চকোটির সাধকেরে কুল সাধিকা। যাকে সাধক অতি গোপনীয়তা বজায় রেখে সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয়, এবং শৃঙ্খলা মনে মাতৃজ্ঞানে বিশেষ অঙ্গে পূজো জপ করে মহা শক্তি অর্জন করবে। সেই কুলনাযিকা সাধকেরে কাছে মহাবিদ্যা ভরৈবী স্বরূপ।

এই ভরৈবী তন্ত্রে অনেকে কঠনি থেকে কঠনিতম গুপ্ত তন্ত্র সাধনা লুকিয়ে আছে যা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন স্তরেরে সাধকেরো বীরাচারে সাধনা করে সমাজেরে প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন তথা মহামায়ার মায়াজালরে উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছেন।

তবে তন্ত্রা চারে এই মহাবিদ্যা ভরৈবী সাধনা অতিকঠনি সাধনা। এবং বীর ভাবে সাধক ছাড়া সাধারণ সাধকেরে দ্বারা তা সম্ভব নয়, এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

এবং দেবীর সাধনা উচ্চকোটরি সৎ গুরুর বদ্বিযা।

এবদ্বিযা সবার সামনে ব্য়ক্ত করলে ফল হানি এবং গোপনে রাখলে সদ্ধি ঘটে।

সর্বোপরি দেবী চতুর্বর্গ এবং ব্রহ্মবদ্বিযা প্রদান করে তার সাধককে।
সাধন ক্ষেত্রে ভরৈব হীন ভরৈবী নষ্ক্রিযি, আবার বপিরীতভাবে ভরৈবী হীন তার
ভরৈব শব মাত্র।

এই নগুর তত্ত্ব একজন সৎ কটাল গুরুই তার শষ্টিযকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে।

তাই সকলের কাছে অনুরোধ যারা সাধনপথে আছো কিংবা নতুন এসছে অথবা আসবে সৎ
উপযুক্ত গুরুর নকিট হতে সমগ্র তথ্য জনে সৎ ভাবে মহাবদ্বিযা দরে সাধনার লপ্ত
হও।

তবেই মহাশক্তি মহাবদ্বিযা ভরৈবীর শক্তি তে এবং তার আশীর্বাদে বলষ্টি হয়।
সাধনার চরম থেকে চরমতম স্থর অতক্টিরম করতে সক্ষম হবে।

তন্ত্র শাস্ত্রে ভরৈবী সাধনা কঠনি সাধনা গুলোর মধ্যে একটা। এখানে প্রতিপদে
পদে সাধনা ভঙ্গ হওয়ার ভয় থাকে।

